দেওয়ানী কার্যবিধি-১৯০৮
Code of Civil Procedure-1908

প্রাথমিক আলোচনাঃ
»দেওয়ানী কার্যবিধি ১৮৫৯ সালে প্রথম প্রণয়ন করা হয়। যা পাশ হয় ১৯০৮ সালের ২১ মার্চ। তবে এর কিছু ধারা ও আদেশে প্রতিকারের বিধান রয়েছে বিধায় এটিকে পদ্ধতিগত আইন (Procedural Law) বলা হয়। ১৮৮২ সালে দেওয়ানি কার্যবিধি নামে একটি আইন ছিল, যার কোন আদেশ ছিল না। ধারা ছিল ৬৫৩টি এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ২৬ মার্চ দেওয়ানী কার্যবিধি কার্যকর করা হয়।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»দেওয়ানী কার্যবিধি সর্বশেষ সংশোধন করা হয় ২০১২ সালে।

এক নজরেঃ
ইংরেজি নাম- Code of Civil Procedure
১৯০৮ সালের ৫নং আইন
কার্যকাল- ১লা জানুঃ ১৯০৯
মোট ধারা- ১৫৮টি
আদেশ- ৫১টি
তফসিল- ৫টি
অধ্যায়- ১১টি
পদ্ধতিগত আইন (Procedural Law)

আইনের প্রকৃতিঃ সাধারণত আইনের প্রকৃতি ২ ধরনের-
১। পদ্ধতিগত আইন (Procedural Law)
২। তত্ত্বগত আইন (Substantive Law)

পদ্ধতিগত আইনঃ
»যে আইনে কোন মোকদ্দমা বা মামলার বিচার করার পদ্ধতি অর্থাৎ মামলা দায়ের থেকে শুরু করে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত যে নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণের উল্লেখ থাকে সেই নিয়ম সংশ্লিষ্ট আইনকে পদ্ধতিগত আইন বলে।
[যেমন] ফৌজদারী কার্যবিধি, দেওয়ানী কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন, তামাদি আইন।

তত্ত্বগত আইনঃ
»যে আইনে কোনো অধিকার বা শাস্তিকে সংজ্ঞায়িত করে সেই আইনকে তত্ত্বগত আইন বলে।
[যেমন] দন্ডবিধি, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন।

দেওয়ানী কার্যবিধিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-
ধারা ও আদেশ।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»ধারাতে বলা আছে ক্ষমতার কথা পক্ষান্তরে আদেশে বলা আছে পদ্ধতির কথা।
»ধারা পরিবর্তন করতে পারে জাতীয় সংসদ পক্ষান্তরে আদেশ পরিবর্তন করতে পারে মহামান্য হাইকোর্ট।

সংজ্ঞাসমূহ (Definitions)
[ধারা ২(১)] বিধি
[ধারা ২(২)] ডিক্রি
[ধারা ২(৩)] ডিক্রিদার
[ধারা ২(৪)] জেলা
[ধারা ২(৫)] বিদেশী আদালত
[ধারা ২(৬)] বিদেশী রায়
[ধারা ২(৭)] সরকারি উকিল
[ধারা ২(৮)] বিচারক
[ধারা ২(৯)] রায়
[ধারা ২(১০)] সাব্যস্ত দেনাদার
[ধারা ২(১১)] বৈধ প্রতিনিধি
[ধারা ২(১২)] অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা
[ধারা ২(১৩)] অস্থাবর সম্পত্তি
[ধারা ২(১৪)] আদেশ
[ধারা ২(১৫)] উকিল
[ধারা ২(১৭)] সরকারি কর্মকর্তা
[ধারা ২(১৮)] নিয়মাবলী
[ধারা ২(১৯)] কর্পোরেশনের শেয়ার
ধারা ২(২০)] স্বাক্ষর

[আদেশ ১(১)] (বাদি) যিনি আরজি দাখিলের মাধ্যমে নালিশ দায়ের করেন।
[আদেশ ১(৩)] (বিবাদি) যিনি জবাব দাখিল করেন।
[আদেশ ৪(১)] আরজি যে পদ্ধতিতে দাখিল করা হয়।

মোকদ্দমার পক্ষসমূহঃ
[আদেশ ১] দেওয়ানী মোকদ্দমায় সাধারণত ২ ধরনের পক্ষ থাকে-
» বাদি পক্ষ এবং
» বিবাদী পক্ষ।

মোকদ্দমার পক্ষভুক্তঃ
একটি দেওয়ানী মোকদ্দমার এক বা একাধিক বাদি বা বিবাদী থাকতে পারে-
»যিনি মোকদ্দমা দায়ের করেন তা হলো বাদী এবং

»যার বিপক্ষে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় তা হলো বিবাদী

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
» যার বিপক্ষে কোন প্রতিকার চাওয়া হয় না, তবে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য তার উপস্থিতি প্রয়োজন তাকে বলা হয় মোকাবিলা বিবাদী।

উল্লেখ্য,
»মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষ
»মোকদ্দমার যথাপোযুক্ত পক্ষ।

মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষঃ
»মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন এবং উক্ত উপস্থিতি ছাড়া কোন ডিক্রি দেওয়া যায় না তা হলো মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষ।

মোকদ্দমার যথাপোযুক্ত পক্ষঃ
»কোন মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া আদালত কার্যকরী কোন আদেশ দিতে পারে, কিন্তু পূর্নাঙ্গ বা চূড়ান্ত রায় দিতে পারে না তা হলো মোকদ্দমার যথাপোযুক্ত পক্ষ।

[আদেশ ১(৯)] ভ্রান্তভাবে পক্ষভূক্ত করা বা না করা-
»পক্ষ-সমূহের অপসংযোগ।
»পক্ষ-সমূহের অসংযোগ।

উল্লেখ্য,
»যাদের পক্ষভূক্তির প্রয়োজন ছিল না, অথচ পক্ষভূক্ত করা হয়েছে তা পক্ষ-সমূহের অপসংযোগ।
»যাদের পক্ষভূক্তির প্রয়োজন ছিল, অথচ পক্ষভূক্ত করা হয়নি তা পক্ষ-সমূহের অসংযোগ।

[ধারা ২(২)] ডিক্রি
»ডিক্রি হলো আদালতের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, যেটা চূড়ান্তভাবে মোকদ্দমার তর্কিত বিষয় নিয়ে পক্ষদ্বয়ের অধিকার নির্ণয় করে।

ডিক্রি ২ প্রকার-
»প্রাথমিক ডিক্রি (Preliminary Decree)
»চূড়ান্ত ডিক্রি (Final Decree)

উল্লেখ্য,
»ডিক্রি তখনই প্রাথমিক হয়, যখন মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে।
»মামলা যখন চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়, তখন তাকে চূড়ান্ত ডিক্রি বলে।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»আরজি নাকচ বা খারিজ ও ১৪১ ধারার প্রত্যার্পণের আদেশ ডিক্রির সমতুল্য।
»আরজির মাধ্যমে একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এবং ডিক্রির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি হয়।

[ধারা ২(৩)] ডিক্রিদার
»আদালত যার পক্ষে ডিক্রি প্রদান করেন তাকে ডিক্রিদার বলে।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»আদালত যার বিপক্ষে ডিক্রি প্রদান করেন তাকে ডিক্রিদায়িক বলে।

[ধারা ২(৯)] রায়
»ডিক্রি বা আদেশ দেওয়ার জন্য আদালত যে যুক্তি প্রদর্শন করে তা হলো রায়।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»ডিক্রির মূল ভিত্তি হলো রায়।
»রায় প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে ডিক্রি প্রদান করতে হবে।
»আরজি দাখিল হতে ডিক্রির আগ পর্যন্ত সবই রায়।

[ধারা ২(৮)] বিচারক
»জজ অর্থ দেওয়ানি আদালতে সভাপতিত্বকারী অফিসার।
»মূল এখতিয়ার সম্পন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতে সভাপতিত্বকারি ব্যক্তি।
»আদালতের প্রধান কর্মকর্তা জজ এবং মূল কর্মকর্তা সেরেস্তাদার।

[ধারা ২(১৫)] উকিল
»অন্যের পক্ষে হাজির হয়ে যুক্তিতর্কের পেশ করার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে উকিল বলে।
»মুক্তারও উকিলের অন্তর্ভূক্ত হবে। মোক্তার হলো ৭ বৎসর কোন ব্যক্তি কোন আইনজীবির সহিত আইন বিষয় পরিচালনা করেন।

[ধারা ২(৭)] সরকারি উকিল
»সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারের পক্ষে যিনি মামলা পরিচালনা করেন তাকে সরকারি উকিল বলে।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»শুধুমাত্র দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে GP বলে।

[ধারা ২(১৪)] আদেশ
»আদেশ বলতে কোন দেওয়ানী আদালতের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত যা ডিক্রি নয়। মামলা চলাকালীন আদালত যে সব সিদ্ধান্ত দেন তা আদেশ।

আদেশ ২ প্রকার-

»আপিলযোগ্য আদেশ (Appealable Order)
»আপিলঅযোগ্য আদেশ (Non-Appealable Order)

[ধারা ২(১১)] বৈধ প্রতিনিধি
»বৈধ প্রতিনিধি বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি আইনত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পরিচালনা করেন এবং যিনি প্রতিনিধি হিসেবে মামলা করেন বা যার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»কোন মোকদ্দমার বাদী কিংবা বিবাদীর কেউ মারা গেলেই কেবল বৈধ প্রতনিধির প্রশ্ন আসে অন্যথায় নই।

কায়েম মুকামঃ
»কোনো পক্ষ মারা গেলে ৯০ দিনের মধ্যে বৈধ প্রতিনিধি নিয়োগের আবেদন করতে হয়, আর এটি যে প্রক্রিয়ায় করা হয় তাকে কায়েম মুকাম বলে।

উল্লেখ্য,
»বাদী পক্ষের কায়েম মুকামের আবেদন আদেশ ২২(৩) মতে।
»বিবাদী পক্ষের কায়েম মুকামের আবেদন আদেশ ২২(৪) মতে।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»বাদিপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কায়েম মুকামের আবেদন না করলে মামলা খারিজ হয়।
»বিবাদীপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কায়েম মুকামের আবেদন না করলে এক-তরফা ডিক্রি হবে।

[ধারা ২(১২)] অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা
»বেআইনি দখলদার ব্যক্তি কর্তৃক দখলকৃত সম্পত্তি হতে যেই মুনাফা লাভ করেছে বা সাধারণ বুদ্ধিমত্তায় যেই মুনাফা লাভ করতে পারতো, সুদসহ সেই মুনাফাকে বুঝায়। অর্থাৎ বেআইনিভাবে দখলে থাকা ব্যক্তির সুদসহ মুনাফাকে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বলে।

কিন্তু বেআইনী দখলদার ব্যক্তি সম্পত্তির কোনো উন্নতি সাধন করে থাকলে এবং সেই উন্নতির ফলে কোন মুনাফা হয়ে থাকলে তা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে না।

[উদাহরণ] ক' বেআইনিভাবে খ' এর জমি ১০ বছর ধরে দখল করে আসছে, উক্ত জমিতে ডাব গাছ গড়ে ওঠে এবং ক' মৌসুমে ২০,০০০ টাকার ডাব বিক্রয় করে। উক্ত ২০,০০০ টাকা এবং সুদসহ তার মুনাফাকে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বলে।

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»অবশ্যই সুদের কথা উল্লেখ থাকবে;
»বাদীকে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে বিবাদী সম্পত্তিতে বেআইনীভাবে দখলে ছিল।

[ধারা ১৪৪] প্রত্যার্পণ
»প্রত্যার্পণের ১৪৪ ধারার সাথে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার মিল রয়েছে। কোন জিনিস তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়ার পন্থাই হলো প্রত্যার্পণ।

প্রত্যার্পণের নীতি হলো ডিক্রি সংশোধন বা বাতিলের সময়, ভূল ডিক্রি থেকে মোকদ্দমার যে পক্ষ কোন লাভ গ্রহণ করেছে, সেই পক্ষ অপর পক্ষকে পূনরায় ফিরিয়ে দিবে, যা অপর পক্ষ ভূল ডিক্রির জন্য হারিয়েছিল।

[উদাহরণ] ক' ২০১০ সালে ১মে এক খ- জমি হতে খ' কে উচ্ছেদ পূর্বক খাস দখলের ডিক্রি পায় এবং আদালতের মাধ্যমে তা দখলে নেয়। পরবর্তীতে খ' হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করে। ৫ বছর পর মহামান্য হাইকোর্ট খ' এর পক্ষে এবং ক' এর বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়ানি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে প্রাথমিক আদালতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও ডিক্রির সই মুহুরী নকলসহ আবেদন করলে আদালত ঐ জমি খ' কে প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা করবেন এবং মামলায় আইন সঙ্গত যে খরচ হয়েছে তার সুদসহ প্রদানের আদেশ দিবেন।

মামলা দায়েরঃ
সাধারণত আরজির মাধ্যমে দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। মোকদ্দমা দায়ের সম্পর্কে দেওয়ানি কার্যবিধি [ধারা ২৬] এবং [আদেশ ৪] এ বর্ণিত আছে।

[ধারা ২৬] প্রত্যেকটি দেওয়ানী মোকদ্দমা আরজি উপস্থাপনের মাধ্যমে বা নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধতিতে দায়ের করতে হবে।

[আদেশ ৪(১)]
»আদালতে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট (সেরেস্তাদার) আরজি উপস্থাপনের মাধ্যমে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।

[আদেশ ৪(২)]
»আদালত প্রত্যেক মামলার বিবরণ একটি রেজিষ্ট্রার বইতে লিপিবদ্ধ করবেন।

[আদেশ ১৪(১)] বিচার্য বিষয় গঠন (Issue Frame)
বিচার্য বিষয় দুই প্রকার-
১। আইনগত বিচার্য বিষয় (Issue of Law)
২। তত্ত্বগত বিচার্য বিষয় (Issue of Fact)

মনে রাখা প্রয়োজনঃ
»১ম শুনানির ১৫ দিনের মধ্যে বিচার্য বিষয় গঠন করতে হবে এবং বিচার্য বিষয় গঠনের ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য করতে হবে।

»এবং চূড়ান্ত শুনানির ৭ দিনের মধ্যে রায় এবং রায় ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে ডিক্রি প্রদান করতে হবে।